দৈনিক খবর

তারিখ 24 JUL 1993
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শিক্ষকরা ১৫ সেপ্টেম্বরের পর আন্দোলনে নামবেন

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য পেশকৃত সুপারিশমালা লাল ফিতায় বাঁধা

তিমির দত্ত ● বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির পেশকৃত সুপারিশমালা বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী '৯২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ৩ মাসের মধ্যে ঐ সুপারিশমালা তার কাছে প্রেরণের জন্য কমিটিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। সূত্র জানায়, বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য তৈরীকৃত ঐ সুপারিশমালা এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লাল ফিতায় বাঁধা রয়েছে। ঐ সুপারিশমালা আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে বাস্তবায়নের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে বেসরকারী শিক্ষকরা আন্দোলনের কর্মসূচী দেবে। বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা ১৫ দফা দাবী নিয়ে ৯১ সালের আগষ্ট মাস থেকে আন্দোলন শুরু করে। শিক্ষকরা ঐ সময় সরকারের নিকট স্মারকলিপি পেশ, সভা-সমাবেশ, প্রতীক ধর্মঘট পালন ছাড়াও ৯২ সালের অনুষ্ঠিতব্য ডিগ্রী পরীক্ষা বর্জন করে।

পরে শিক্ষক ফেডারেশন ও শিক্ষকদের বিভিন্ন গ্রুপ নিয়ে শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ কমিটি গঠিত হয়। এ ছাড়া শিক্ষকদের দাবীর সমর্থনে বিশ্ব শিক্ষক ফেডারেশন প্রধানমন্ত্রীর কাছে তারবার্তা প্রেরণ করে। '৯২ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী শিক্ষা মন্ত্রীসহ আরো ৪ মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে শিক্ষকদের আলাপ-আলোচনার বৈঠক ভেঙ্গে যায়। পরে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন। পুনরায় মন্ত্রীদের সঙ্গে শিক্ষকদের '৯২ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী এই দীর্ঘ ৪ দিনব্যাপী বৈঠকে সমঝোতা হয়। পরে ঐ দিন সন্ধ্যায় শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদ সুপারিশমালা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী তাৎক্ষণিক

২-এর পাতা ৪র্থ কঃ দেখুন

বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বেসরকারী শিক্ষকদের '৯২ সালের ১লা জুলাই থেকে নতুন সংশোধিত জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করার ঘোষণা দেন। শিক্ষকদের অবশিষ্ট ১৫ দফা দাবীগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তিন মাসের মধ্যে তার নিকট সুপারিশমালা পেশের নির্দেশ দেন। এজন্য প্রধানমন্ত্রী শিক্ষা সচিবকে চেয়ারম্যান ও অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় ও শিক্ষক পরিষদ কমিটিকে সদস্য করে কমিটি গঠনেরও নির্দেশ দেন। সূত্র আরো জানায়; প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণানুযায়ী (শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং শাঃ ৪/৮/বি-৫১/৮৯/১৯৮ শিক্ষা তাং ৬/৭/৯২) শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক চিঠির মাধ্যমে ঐ কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটি দীর্ঘ সময় ধরে বৈঠক করে বলে শিক্ষক পরিষদ কমিটির সূত্রে জানা গেছে। কমিটি ৭ বার বৈঠক করে শিক্ষকদের ১৫ দফা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সুপারিশমালা প্রণয়নকরে।

সূত্র জানায়, অর্থনৈতিক সংশ্লিষ্ট নয়-এ ধরনের সুপারিশগুলো এ মুহূর্তে প্রশাসনিক আদেশ বলে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কমিটির সুপারিশমালাগুলোর মধ্যে অন্যতম কয়েকটি সুপারিশের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট সকল বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও সংশোধন, ৯২ সালের জুলাই মাসে প্রাপ্য নতুন বেতন স্কেলের শিক্ষকদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ, শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি মাসের প্রাপ্য অর্থ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখে প্রদান, সরকার শিক্ষকদের বর্তমানে যে অর্থ প্রদান করে তা অনুদান না বলে বেতন ভাতাদি বাবদ সরকারী অংশ বলা; সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ভাতা পর্যায়ক্রমে সমতা আনয়ন, ভুয়া শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণ, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বন্ধ, শিক্ষকদের চিকিৎসা ভাতা ব্যয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বহন, শিক্ষকদের চাকরির বয়সসীমা ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ, বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ বন্ধ, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে ২ জন শিক্ষক প্রতিনিধির বদলে ৩ জন করা, ১শ' ৫০ টাকা বাড়ী ভাড়া নির্ধারণ ও সর্বোপরি বন্ধ ঘোষিত শিক্ষক-কর্মচারীদের কল্যাণ ট্রাস্ট পুনরায় চালু করা। উল্লেখ্য, অস্থায়ী সরকারের আমলে শিক্ষা উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী শিক্ষক-কর্মচারীদের নিজেদের অর্থে গঠিত শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। শিক্ষকরা চাকরি থেকে অবসর নিলে চাকরির বয়সসীমা অনুযায়ী এক একজন শিক্ষক গড়ে ৫০ হাজার থেকে ১ লাখ টাকা পেতেন। কিন্তু শিক্ষা উপদেষ্টার ঐ আদেশে তা বন্ধ হয়ে যায়। কল্যাণ ট্রাস্ট বন্ধের আদেশের সময় ব্যাংকে শিক্ষকদের তহবিলে ৩ কোটি ১৩ লাখ টাকার মতো জমা ছিল। বিগত আড়াই বছর ঐ কার্যক্রম বন্ধ থাকার ফলে ঐ টাকার অনুকূলে সুদ বৃদ্ধি বন্ধ রয়েছে। সূত্র জানায়, কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা পেলে একজন শিক্ষকের মেয়ের বিয়ে অথবা ভবিষ্যতের চিন্তা করতে হতো না। এদিকে সুপারিশমালা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি বিবৃতি, সভা, মিছিল করছে। এ ব্যাপারে সমিতিগুলো বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।